গেন্ডারিয়ায় অস্ত্র উঁচিয়ে ধরার ব্যাখ্যা দিলেন প্রতিমন্ত্রী ইশরাক



প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর গেন্ডারিয়ায় মাদকবিরোধী কর্মসূচিতে লাইসেন্সকৃত আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে ধরার বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঢাকা-৬ আসনের সংসদ সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন। মাদক কারবারিদের হামলার আশঙ্কায় আত্মরক্ষার জন্য তিনি ও তাঁর সরকারি নিরাপত্তারক্ষীরা অল্প সময়ের জন্য অস্ত্র উঁচিয়ে ধরেছিলেন বলে বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে।

রোববার (১৮ অক্টোবর) দেওয়া ওই বিবৃতিতে বলা হয়, গেন্ডারিয়া রেলস্টেশন-সংলগ্ন দয়াগঞ্জ ঘুন্টিঘর রেলগেট এলাকায় মাদকবিরোধী সামাজিক প্রতিরোধ কর্মসূচিতে এ ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর অস্ত্র যথাস্থানে রাখা হয়।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ঘটনার কয়েক সেকেন্ডের ভিডিও ও ছবি ছড়িয়ে পড়ায় পুরো প্রেক্ষাপট সামনে আসেনি। এতে প্রতিমন্ত্রীর ভূমিকা ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা হচ্ছে বলে দাবি করা হয়।

বিবৃতি অনুযায়ী, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে গেন্ডারিয়ার ঘুন্টিঘর, মুন্সিটেক, করাতিটোলা ও আশপাশের এলাকায় মাদক কেনাবেচা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকের বিস্তার নিয়ে স্থানীয়দের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে আসছেন ইশরাক। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর এলাকাটি মাদক সিন্ডিকেটের অন্যতম ট্রানজিট পয়েন্টে পরিণত হয়েছে বলেও এতে উল্লেখ করা হয়।

গত জুনে মাদক-সংশ্লিষ্ট সহিংসতায় তিনজন গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর প্রতিমন্ত্রী এলাকা পরিদর্শন করেন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে একাধিক সমন্বয় সভা করেন বলে বিবৃতিতে জানানো হয়। সেখানে জনবলসংকট নিরসন ও মাদকের আস্তানার কাছে স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট থানাকে আধাসরকারি পত্র (ডিও লেটার) দেওয়া হলেও উদ্যোগটি এখনো বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, পুলিশ প্রশাসন এবং স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতাদের যৌথ সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অংশগ্রহণে সামাজিক প্রতিরোধ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। এর অংশ হিসেবেই ইশরাক ওই এলাকায় গিয়েছিলেন।